আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর লিখিত কিতাব
"আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনা" থেকে নেয়া বিষয়ের প্রথম অংশ

মদীনার যিয়ারতকারীদের ঈমান তাজাকারী ঘটনাবলী

(Bangla)

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এর বিষয়বস্তু "আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনাবলী" এর ২-২৪ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে

মদীনার যিয়ারতকারীদের ঈমান তাজাকারী ঘটনাবলী

আত্তারের দোয়া

হে **আল্লাহ**! যে ব্যক্তি "**মদীনার যিয়ারতকারীদের ঈমান তাজাকারী ঘটনাবলী**" পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে ঈমান ও নিরাপত্তার সহিত মদীনায় মৃত্যু এবং জান্নাতুল বক্বীতে সমাধী নসীব করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত যে, **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন কোন বান্দা আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে তবে ফিরিশতারা তার দরূদকে নিয়ে উপরের দিকে যায় এবং **আল্লাহ পাকের** দরবারে পৌঁছে তখন **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: এই দরূদকে **আমার** বান্দার কবরে নিয়ে যাও, এই দরূদ তার পাঠকারীর জন্য ইস্তিগফার করবে এবং তার (বিশেষ বান্দার) চোখ তা দেখে শীতল হতে থাকবে।" **(জমউজ জাওয়ামেয়ে, ৬/৩২১, হাদীস ১৯৪৬১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মদীনার যিয়ারতকারীদের ২৪টি ঘটনা

(এই ঘটনাগুলোতে মদীনার উপস্থিতির ব্যাপারে বিশেষভাবে আলোচনা রয়েছে)

(১) রওযায়ে পাক থেকে সুসংবাদ

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা মাওলায়ে কায়েনাত আলী মুরতাদ্বা শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূর বর্ষণকারী মাযারে গমনের তিন দিন পর এক গ্রাম্য লোক এসে উপস্থিত হলো আর সে নিজে নিজেই নূরানী কবরে লুটিয়ে পড়লো আর এর পবিত্র মাটি নিজের মাথায় লাগাতে লাগলো এবং এভাবে আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যা আপনি **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে শুনেছেন তা আমরাও আপনার কাছ থেকে শুনেছি। (তা হলো):

وَ لَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿۶۴﴾

(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ৬৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং যদি কখনো তারা নিজেদের আত্মার প্রতি যুলুম করে তখন, হে **মাহবুব**! (তারা) আপনার দরবারে হাযির হয় এবং অতঃপর **আল্লাহর** নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর **রাসূল** তাদের পক্ষে সুপারিশ করেন, তবে অবশ্যই **আল্লাহকে** অত্যন্ত তাওবা কবূলকারী, দয়ালু পাবে।

ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আমার উপর অত্যাচার করেছি (অর্থাৎ গুনাহ করেছি), আর আপনার নিরাশ্রয়দের আশ্রয়স্থল দরবারে এসে উপস্থিত হয়েছি, যেন আপনি আমার গুনাহ সমূহ ক্ষমা করিয়ে দেন। নূরানী কবর থেকে আওয়াজ আসলো: قَدْ غُفِرَ لَكَ অর্থাৎ আসলেই তোমার গুনাহ ক্ষমা

www.dawateislami.net

করে দেয়া হলো। (ওয়াফাউল ওয়াফা, / ১৩৬১)

আইব মাহশর মেঁ খোলা হি চাহতে থে মেঁ নিছার
ঢাক কে পর্দা আপনে দামন কা ছুপায়া শুকরিয়া

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩০৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২) রাসূলের দরবারে হাজিরী দেওয়া ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেওয়া হলো

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৪১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'উয়ূনুল হিকায়াত'** এর দ্বিতীয় খন্ডের ৩০৮ পৃষ্ঠায় ইমাম আব্দুর রহমান বিন আলী জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন হারব হিলালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: একবার আমি **রাসূলের** রওযায় উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক গ্রাম্য আরব লোক আগমন করে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান দরবারে এভাবে আবেদন করতে লাগলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার উপর যে সত্য কিতাবটি **আল্লাহ পাক** নাযিল করেছেন তাতে এই আয়াতটিও রয়েছে:

وَ لَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿۶۴﴾

(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ৬৪)

<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ</u>: এবং যদি কখনো তারা নিজেদের আত্মার প্রতি যুলুম করে তখন, হে **মাহবুব**! (তারা) আপনার দরবারে হাযির হয় এবং অতঃপর **আল্লাহ**র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর **রাসূল** তাদের পক্ষে সুপারিশ করেন, তবে অবশ্যই **আল্লাহ**কে অত্যন্ত তাওবা কবূলকারী, দয়ালু পাবে।

www.dawateislami.net

"হে **আমার প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি ক্ষমাশীল **আল্লাহ পাকের** দরবার থেকে আমার গুনাহ সমূহ ক্ষমা করিয়ে নেয়ার জন্য আপনার দরবারে এসে উপস্থিত হয়েছি আর আপনাকে **আল্লাহ পাকের** দরবারে আমার জন্য সুপারিশকারী বানাচ্ছি।" এই কথাগুলো বলেই সেই আশিকে রাসূল কান্না করতে লাগলো এবং তার কণ্ঠে এই পংক্তিগুলো অব্যাহত ছিলো:

يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ بِالْقَاعِ اَعْظُمُهٗ فَطَابَ مِنْ طِيْبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْاَكَمُ

رُوْحِیْ الْفِدَاءُ لِقَبْرٍ اَنْتَ سَاكِنُهٗ فِيْهِ الْعِفَافُ وَفِيْهِ الْجُوْدُ وَالْكَرَمُ

অনুবাদঃ (১) হে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ সত্ত্বা যাঁর মোবারক শরীরকে এই জমিনে দাফন করা হয়েছে, তাই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতার প্রভাবে সারা ময়দান ও পর্বতগুলো সুবাসিত হয়ে গেছে। (২) সেই নূরানী কবরের উপর আমার এই জীবন কুরবান হয়ে যাক, যেই নূরানী কবরে **আপনি** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) চিরশান্তিতে অবস্থান করছেন! যাতে বিদ্যমান রয়েছে পবিত্রতা, ক্ষমা ও দানশীলতার মহামূল্যবান খণি।

সেই আশিকে রাসূল অনেকক্ষণ ধরেই শেরগুলো বারবার পাঠ করছিলো। অতঃপর নিজের গুনাহসমূহের ক্ষমা চাইতে চাইতে অশ্রুসজল চোখে সেখান থেকে চলে গেলো। হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন হারব হিলালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: আমি যখন ঘুমিয়ে পড়লাম, স্বপ্নে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভে ধন্য হলাম। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করলেন: "اِلْحَقِ الرَّجُلَ فَبَشِّرْهُ اَنَّ اللهَ تَعَالٰى قَدْ غَفَرَ لَهٗ بِشَفَاعَتِیْ অর্থাৎ ওই গ্রাম্য লোকটির সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাকে সুসংবাদ দাও যে, আমার

www.dawateislami.net

সুপারিশের কারণে **আল্লাহ পাক** তাকে সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন।" (উয়ুনুল হিকায়াত, ৩৭৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

সর গুযীশতে গম কহোঁ কিচ চে তেরে হোতে হুয়ে,
কিচ কে দর পর জাওঁ তেরা আস্তানা ছোড় কর।
বখশোয়ান মুঝ চে আছী কা রওয়া হোগা কিচে!
কিচ কে দামন মেঁ ছুপোঁ দামন তোমারা ছোড় কর। (যওকে না'ত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৩) হে রওযায়ে আনওয়ারের যিয়ারতকারীরা! ক্ষমা প্রাপ্ত হয়ে ফিরে যাও

হযরত সায়্যিদুনা হাতেম আছাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রওযা শরীফের পাশে দাঁড়িয়ে দোয়া করলেন: "হে **আমার প্রতিপালক!** আমি তোমার **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র কবরের যিয়ারত করেছি এবার তুমি আমাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিও না।" আওয়াজ এলো: "হে **আমার বান্দা!** আমি তো তোমাকে **আমার হাবীবের** পবিত্র রওযার যিয়ারত করার অনুমতি তখনই দিয়েছি, যখন আমি তোমাকে (গুনাহ থেকে) পবিত্র করে নেয়াকে মঞ্জুর করেছি। এখন তুমি সহ তোমার সাথে যিয়ারতকারীগণ ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে যাও। নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** তোমার উপর এবং তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন, যারা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী রওযার দীদার লাভ করেছে।" (আর রওজুল ফায়িক, ৩০৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বুলাতেহে উচিকো জিচ কি বিগড়ী ইয়ে বানাতে হে,
কামর বান্ধনা দেয়ারে তাইবা কো খোলনা হে কিচমত কা। (যওকে না'ত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৪) দেখো, মদীনা এসে গেছে!

হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম খাওয়াস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কোন সফরে আমি পিপাসায় কাতর হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। এমন সময় কেউ এসে আমার মুখে পানি ছিটিয়ে দিলো। আমি চোখ খুলতেই দেখতে পেলাম, এক সুদর্শন বুযুর্গ ব্যক্তি ঘোড়ার উপর আরোহী অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আমাকে পানি পান করালেন আর বললেন: "আমার সাথে বাহনে উঠো।" কিছু দূর যেতে না যেতেই বললেন: "দেখো! কী দেখতে পাচ্ছ?" আমি বললাম: "এতো দেখছি মদীনা শরীফের زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا!" তিনি আমাকে বললেন: "নেমে যাও! **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সালাম পেশ করো। এটাও বলিও যে, খিজির (عَلَيْهِ السَّلَام)ও আপনার পবিত্র দরবারে সালাম পেশ করেছে।"

(রওজুর রিয়াহীন, ১২৬ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৫) সবুজ ঘোড়ার আরোহী

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবু ইমরান ওয়াসেতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "আমি মক্কা শরীফ زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا থেকে মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী মাযার যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। পথিমধ্যে আমার এতই পিপাসা লাগলো যে, মনে হলো আমি যেন মরেই যাব। তৃষ্ণায় কাতর হয়ে আমি একটি বাবালা গাছের নিচে বসে পড়লাম। হঠাৎ সবুজ পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তিকে সবুজ ঘোড়ায় আরোহী অবস্থায় দেখলাম, তাঁর ঘোড়ার লাগাম ও জ্বিনপোশও সবুজ ছিলো, তাঁর হাতেও সবুজ করবোতপূর্ণ সবুজ একটি পেয়ালা ছিলো। তিনি আমাকে পেয়ালাটি দিলেন আর বললেন: "পান করে নাও।" আমি তা তিন নিঃশ্বাসেই পান করে নিলাম। কিন্তু দেখলাম যে, সেই পেয়ালা থেকে একটুও কমেনি। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন: "তুমি কোথায় যাবে?" আমি বললাম: "**রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও শায়খাইনে করীমাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর দরবারে সালাম আরয করার জন্য মদীনা শরীফ যাচ্ছি।" তিনি বললেন: "তুমি যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছাবে, আর তোমার সালাম পেশ করবে, তখন সেই তিন জন মহা-মর্যাদাবান ব্যক্তিত্বের নিকট আরয করবে যে, রিদ্বওয়ানও (বেহেশতের পাহারাদার ফিরিশতা) আপনাদের খেদমতে সালাম আরয করছেন।" (রওজুর রিয়াহীন, ৩২৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

জাঁ বলব হোঁ জাঁ বলব পর রহম কর,
আয় লবে ঈসা দওরাঁ আল গিয়াছ। (যওকে না'ত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৬) অন্যের সালাম পৌঁছানোর বরকতে দীদার হয়ে গেলো

এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি আমার দেশ ইয়ামেনের শহর 'সানআ' থেকে হজ্বের উদ্দেশ্যে বের হলে অসংখ্য আশিকে রাসূল আমাকে বিদায় জানানোর জন্য শহরের বাইরে পর্যন্ত এসেছিলো। এক আশিকে রাসূল আমাকে বললো: "**রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, হযরত শায়খাইনে করীমাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان পবিত্র কদমে আমার সালাম আরয করবেন।" যখন আমি মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا উপস্থিত হলাম তখন সেই আশিকে রাসূলের সালাম আরয করার কথা ভুলে গেলাম। সেখান থেকে ফিরে আমি যখন '**যুল হুলাইফা**' এসে পৌঁছলাম এবং ইহরাম বাধাঁর ইচ্ছা পোষণ করলাম, তখন সেই আশিকে রাসূলের সালামের কথা স্মরণে আসলো। আমি সফরসঙ্গীদের বললাম: "আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার উটের দিকে একটু নজর রাখবেন। আমি একটি জরুরী কাজে মদীনা তাইয়েবা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا যেতে হচ্ছে।" সাথীরা বললো: "এখন তো কাফেলা রওয়ানা হওয়ার সময় হয়ে গেছে এবং আমাদের ভয় হচ্ছে যে, যদি তুমি কাফেলা থেকে আলাদা হয়ে যাও তবে এই কাফেলাকে মক্কা মুয়াজ্জামায় زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا আর খুঁজে পাবে না।" আমি বললাম: "তবে আমার উটটিও সাথে নিয়ে যাবেন।"

www.dawateislami.net

অতঃপর আমি মদীনা শরীফে زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا ফিরে এলাম এবং রওযায়ে আকদাসে উপস্থিত হয়ে সেই আশিকে রাসূলের সালাম **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মোবারক দরবারে উপস্থাপন করলাম। রাত হয়ে গিয়েছিলো, আমি যখন মসজিদে নববী عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام থেকে বাইরে আসি, তখন **'যুল হুলাইফা'** থেকে আসা এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হলো, আমি তাকে আমার কাফেলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: "কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেছে।" আমি মসজিদে নববী শরীফে عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ফিরে এলাম এবং মনে মনে ভাবলাম, অন্য কোন কাফেলার সাথেই যাব আর ঘুমিয়ে পড়লাম। অবশেষে রাতে স্বপ্নে আমি **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও শায়খাইনে করীমাইনের رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا দীদার লাভ করলাম। হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ আরয করলেন: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! ইনিই সেই ব্যক্তি।" **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার দিকে তাকালেন এবং ইরশাদ করলেন: "হে আবুল ওয়াফা!" আমি আরয করলাম: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার উপনাম আবুল আব্বাস!" ইরশাদ করলেন: "তুমি হলে 'আবুল ওয়াফা' (অর্থাৎ বিশ্বস্ত)।" অতঃপর **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার হাত ধরে আমাকে মক্কা শরীফে زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا আর তাও নির্দিষ্ট মসজিদে হারামে এনে রেখে দিলেন। আমি পবিত্র মক্কা শরীফে زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا আট দিন অবস্থান করলাম। এর পরেই আমার সফরসঙ্গীদের কাফেলাটি মক্কা শরীফে زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا এসে পৌঁছলো। (রওজুর রিয়াহীন, ৩২২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

গমজাদোঁ কো রযা মুজ্দা দী জে কেহ্ হে,
বে কসোঁ কা সাহারা হামারা নবী। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৭) রওযায়ে আনওয়ারে উপস্থিত লোকেরা সালামের উত্তর শুনেছিলেন

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবু নসর আবদুল ওয়াহিদ বিন আব্দুল মালিক বিন মুহাম্মদ বিন আবু সাঈদ সূফী কারখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: হজ্ব সম্পাদনের পর আমি মদীনা শরীফের زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا আসলাম এবং পবিত্র রওযায়ে আনওয়ারে উপস্থিত হলাম। আমি হুজরা শরীফের পাশেই বসে ছিলাম, এমন সময় হযরত শায়খ আবু বকর দিয়ার বিক্রী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه আগমন করলেন এবং এসেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারা মোবারকের সামনে দাঁড়িয়ে সালাম আরয করলেন: "اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ الله" তখন আমি সহ উপস্থিত সকলেই পবিত্র রওযায়ে আকদাস থেকে আওয়াজ শুনতে পেলাম: "وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا اَبَابَكْرٍ।" (আল হাবী লিল ফতোওয়া, ২/৩১৪)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

উহ্ সালামত রহা কিয়ামত মেঁ, পড় লিয়ে জিচ নে দিল চে চার সালাম।
উচ জওয়াবে সালাম কে সদকে, তা কেয়ামত হোঁ বেশুমার সালাম। (যওকে না'ত)

www.dawateislami.net

(৮) হে আমার বৎস وَعَلَيْكَ السَّلَام!

হযরত শায়খ সৈয়্যদ নূরুদ্দীন ঈ'জী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন পবিত্র রওযায়ে আনওয়ারে উপস্থিত হলেন তখন সালাম আরয করলেন: "اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ" তখন সেখানে যারা উপস্থিত ছিলো সকলেই শুনতে পেলো যে, রওযায়ে আকদাস থেকে উত্তর আসলো: "وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا وَلَدِيْ ।" (অর্থাৎ হে আমার বৎস! তোমার উপরও সালাম)। (আল হাবী লিল ফতোওয়া, ২/৩১৪)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তুম কো তো গোলামোঁ চে হে কুছ্ এয়সী মুহাব্বত,
হে তরকে আদব ওয়ারনা কাহেঁ হাম পে ফিদা হো! (যওকে না'ত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৯) হে মুহাম্মদ হাশেমুল ঠাঠবী وَعَلَيْكُمُ السَّلَام

শায়খুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা মাখদূম মুহাম্মদ হাশেম ঠাঠবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا গিয়ে নূরানী রওযায় সালাত ও সালাম আরয করলেন: তখন **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক আওয়াজ শোনা গেলো: "وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ হে মুহাম্মদ হাশেম ঠাঠবী।"

(আনওয়ারে ওলামায়ে আহ্লে সুন্নাত, ৭১৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

আয় মদীনে কে তাজেদার সালাম, আয় গরীবোঁ কে গমগুসার সালাম।
তেরি এক এক আদা ইয়ে আয় পেয়ারে, সো দুরূদেঁ ফিদা হাজার সালাম।

(যওকে না'ত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১০) নূরানী কবর থেকে হাত মোবারক বের হয়ে এলো

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ সৈয়্যদ আহমদ কবীর রেফায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হজ্বের আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদনের পর যখন মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا পবিত্র নূরানী রওযায়ে আকদাসে গিয়ে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি আরবিতে দুইটি চরণ পাঠ করেছিলেন। যার অনুবাদ হলো: "(১) দূরে থাকাবস্থায় আমি আমার রূহকে আপনার পবিত্র খেদমতে পাঠাতাম তখন তা আমার পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হয়ে আস্তানা শরীফকে চুমু খেতো। (২) আর এখন সশরীরে উপস্থিত হয়ে সাক্ষাতের পালা এসেছে তাই আপনার হাত মোবারক প্রসারিত করে দিন, আমার দুখানি ঠোঁট যেন তাতে চুমু খেতে পারে।" পংক্তি দু'টি পাঠ করা শেষ হতেই হাত মোবারক নূরানী রওযা থেকে বের হয়ে আসে আর তিনি তাতে চুমু খান। (আল হাবী লিল ফতোওয়া, ২/৩১৪)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ওয়াহ্ কিয়া জূদ ও করম হে শাহে বতহা তেরা,
'নেহিঁ' সুনতা হি নেহিঁ মাঁগনে ওয়ালা তেরা।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(১১) আমি হুযুর ﷺ এর নিকট এসেছি

হযরত সায়্যিদুনা দাঊদ বিন আবু সালিহ্ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান আস্তানায় একদিন খলিফা মারওয়ান আসলো। তিনি সেখানে এক ব্যক্তিকে নূরানী কবরে মুখ রাখতে দেখে তার ঘাঁড়ে হাত রেখে বললেন: "তুমি কি জান যে, তুমি কী করছ?" লোকটি "হ্যাঁ! জানি" বলেই তাঁর দিকে তাকালেন। তিনি দেখলেন যে, ইনি হচ্ছেন **মাহবুবে খোদা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আবু আইয়ূব আনসারী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ। তিনি বললেন: "আমি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান দরবারে উপস্থিত হয়েছি, কোন পাথরের কাছে আসিনি, আর আমি **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এই কথা ইরশাদ করতে শুনেছি যে, "তোমরা কখনো দ্বীন নিয়ে কান্না করবে না, যতদিন পর্যন্ত এই দ্বীনের ধারক-বাহকরা দ্বীনের উপযুক্ত থাকবে। কিন্তু সেই সময়ে অবশ্যই কান্না করবে, যখন এর ধারক-বাহকরা অনুপযুক্ত হয়ে যাবে।"

(আল মুস্তাদরাক, ৫/৭২০, হাদীস ৮৬১৮)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ওশ্‌শাকে রওযা সেজদে মেঁ সোয়ে হারম ঝুকে,
আল্লাহ জানতা হে কেহ্ নিয়্যত কিধর কি হে।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(১২) হুযুর ﷺ খাবার পাঠালেন

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু বকর বিন মুকরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি ও হযরত সায়্যিদুনা ইমাম তাবারানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এবং হযরত সায়্যিদুনা আবুশ শায়খ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমরা তিনজনই মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا উপস্থিত ছিলাম। দুই দিন ধরে আমাদের কোন খাবার জুটেনি, ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়েছিলাম। যখন ইশার সময় হলো আমি নূরানী রওযায় উপস্থিত হয়ে আরয করলাম: "اَلْجُوع অর্থাৎ **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! ক্ষুধা।" আমি এই শব্দটি ছাড়া আর কিছুই বলিনি, তারপর ফিরে এলাম। আমি ও আবুশ শায়খ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঘুমিয়ে পড়লাম আর তাবারানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বসে কারো আগনের অপেক্ষায় ছিলেন। এমন সময় কেউ আমাদের ঘরের দরজায় কড়া নাড়লো, আমরা দরজা খুলে দিলে এক আলাবী (বংশের) বৃদ্ধ নিজের দুইজন সেবককে সাথে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। দুইজনের কাছে খাবার ভর্তি একটি করে পাত্র ছিলো। সেই আলাবী (বংশের) বৃদ্ধটি বললেন: "আপনারা হয়তো **নবী পাকের** দরবারে ক্ষুধার কথা বলেছেন। কেননা আমি **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্বপ্নে দেখেছি। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনাদের ব্যাপারে আমাকে ইরশাদ করলেন: 'তাদের খাবারের ব্যবস্থা করো'।" অবশেষে তিনিও আমাদের সাথে বসে একত্রে আহার করলেন আর যে খাবারগুলো অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিলো, সেগুলো আমাদের দিয়ে চলে গেলেন।

(জযবুল কুলুব, ২০৭ পৃষ্ঠা। ওয়াফাউল ওয়াফা, ২/১৩৮০)

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

ছরকার খিলাতে হেঁ ছরকার পিলাতে হেঁ,
সুলতান ও গদা সব কো ছরকার নিভাতে হেঁ।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩৩০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(১৩) হুযুর ﷺ আহার করালেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **তাঁর** গোলামদের উপর রহমতের দৃষ্টি দিয়েছেন, দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থায় সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন এবং ক্ষুধার্তকে আহার করেন। এপ্রসঙ্গে আরেকটি ঘটনা শুনুন। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ইউসুফ বিন ইসমাঈল নাবহানী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ উদ্ধৃত করেন: "হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবুল আব্বাস আহমদ বিন নফিস তূনেসী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: মদীনা শরীফে زَادَھَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّتَعْظِیْمًا একদা আমি প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত অবস্থায় **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নূরানী রওযায় আরয করলাম: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি ক্ষুধার্ত।" এমন সময় আমার তন্দ্রাভাব এসে গেলো, সেই সময় কেউ এসে আমাকে জাগ্রত করল আর আমাকে তার সাথে যাওয়ার জন্য দাওয়াত দিলো। অতএব, আমি তার সাথে তার ঘরে গেলাম। দাওয়াত দাতা আমাকে খেজুর, ঘি ও গমের রুটি দিয়ে বললো: "পেট ভরে খান। কেননা, আমাকে আমার শ্রদ্ধেয় **নানাজান প্রিয়**

নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বয়ং আপনার মেহমানদারি করার আদেশ দিয়েছেন। ভবিষ্যতেও কখনো ক্ষুধার্ত হলে আমাদের কাছে চলে আসবেন।" (হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, ৫৭৩ পৃষ্ঠা)

পিতে হেঁ তেরে দর কা খা'তে হেঁ তেরে দর কা,
পানি হে তেরা পানি দানা হে তেরা দানা। (সামানে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১৪) হুযুর ﷺ দিরহাম দান করলেন

হযরত সায়্যিদুনা আহমদ বিন মুহাম্মদ সূফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: "আমি তিন মাস ধরে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছি। এমনকি আমার শরীরের সব চামড়া রোদে পুড়ে গিয়েছিলো। অবশেষে আমি মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا এসে উপস্থিত হলাম এবং আমি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং হযরত শায়খাইনে করীমাইনের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا দরবারে সালাম আরয করলাম। অতঃপর ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে আমি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করলাম। **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আহমদ তুমি এসে গেছ? দেখ তো, তোমার কী অবস্থা হয়েছে!" আমি আরয করলাম: "اَنَا جَائِعٌ وَاَنَا ضَيْفُكَ يَا رَسُوْلَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অর্থাৎ **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি ক্ষুধার্ত এবং আমি আপনারই মেহমান।" **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "হাতটি খোলো"। আমি যখন আমার হাতটি খুললাম, তাতে কিছু দিরহাম দেখতে পেলাম। সত্যিই আমি যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হই সেই দিরহামগুলো আমার

www.dawateislami.net

হাতেই বিদ্যমান ছিলো। অতঃপর বাজারে গিয়ে আমি রুটি আর ফালুদা কিনে খেয়ে নিলাম।”

(জযবুল কুলুব, ২০৭ পৃষ্ঠা। ওয়াফাউল ওয়াফা, ২/১৩৮১)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মাঁঙ্গতা তো হেঁ মাঁঙ্গতা কোয়ী শাহোঁ মেঁ দেখা দেয়,
জিস কো মেরে ছরকার চে টুকড়া না মিলা হো! (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১৫) আমাদের প্রিয় নবী ﷺ রুটি দান করলেন

হযরত সায়্যিদুনা ইবনুল জালা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি একবার মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا উপস্থিত হলাম এবং কয়েক বেলা খাওয়া-দাওয়াও হয়নি। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী রওযায় উপস্থিত হয়ে আরয করলাম: “ اَنَا ضَيْفُكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অর্থাৎ **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আপনারই মেহমান!” এরপর আমার ঘুম এসে গেলো, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বপ্নে এসে আমাকে একটি রুটি দান করলেন, আমি তা স্বপ্নেই খাওয়া শুরু করলাম। রুটিটি আমি প্রায় অর্ধেক খেয়েছিলাম এমন সময় আমার ঘুম ভেঙে গেলো। বাকি অর্ধেক রুটি তখনো আমার হাতেই বিদ্যমান ছিলো।

(জযবুল কুলুব, ২০৭ পৃষ্ঠা। ওয়াফাউল ওয়াফা, ২/১৩৮০)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

(১৬) জাগ্রত হয়ে দেখলাম অর্ধেক রুটি হাতেই আছে

হযরত সায়্যিদুনা আবুল খাইর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র শহর মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا যখন উপস্থিত হলাম, তখন আমি পাঁচ দিনের ক্ষুধার্ত ছিলাম। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং শায়খাইনে করীমাইনের رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا পবিত্র দরবারে সালাম পেশ করলাম। এরপর আরয করলাম: "اَنَا ضَيْفُكَ يَا رَسُوْلَ الله অর্থাৎ **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আপনারই মেহমান।" এরপর আমি নূরানী মিম্বরের পাশে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। যেই আমার কপালের দু'টি চোখ বন্ধ হলো, অমনি অন্তরের চোখ খুলে গেলো। আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে গেলো এবং আমি **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভে ধন্য হলাম, শায়খাইনে করীমাইন এবং আলীউল মুরতাদা عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ও সাথে ছিলেন। মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم আমাকে নাড়া দিয়ে বললেন: "ওঠো! **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরিফ এনেছেন। আমি উঠে (স্বপ্নেই) **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী কপাল মোবারকে চুমু দিয়ে দিলাম। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে একটি রুটি দান করলেন। অর্ধেকটি আমি স্বপ্নেই খেয়ে নিলাম এবং যখন আমার ঘুম ভাঙল, দেখা গেলো বাকি অর্ধেক রুটি আমার হাতেই রয়েছে।"

(শাওয়াহিদুল হক ফিল ইস্তিগাছাতি বিসাইয়িদিল খলকি, ২৪০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

সরকার খিলাতে হেঁ সরকার পিলাতে হেঁ,
সুলতান ও গদা সব কো সরকার নিভাতে হেঁ ।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩৩০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১৭) একটিমাত্র দানের কৃতজ্ঞতাও আদায় করা সম্ভব নয়

হযরত সায়্যিদুনা আবু ইমরান মূসা বিন মুহাম্মদ বিনযারতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "আমি তখন মদীনায়ে মুনাওয়ারায় زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا উপস্থিত ছিলাম। আর্থিক দুরবস্থার ফরিয়াদ নিয়ে আমি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী রওযায় উপস্থিত হয়ে আরয করলাম: "يَا حَبِيْب، يَا رَسُوْلَ الله! اَنَا فِيْ ضِيَافَةِ الله وَضِيَافَتِكَ অর্থাৎ **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি **আল্লাহ পাকের** ও **আপনারই** একজন মেহমান।" অতঃপর আসরের নামাযের অপেক্ষায় বসতে বসতে আমার তন্দ্রাভাব এলো। আমি দেখলাম যে, পবিত্র হুজরা শরীফটি খুলে গেলো এবং তা থেকে তিনজন ব্যক্তি বাইরে আগমন করলেন। আমি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে সালাম আরয করার জন্য উঠতে চাইলে আমার পাশে বসা লোকটি আমাকে বললো: "বসে যান। কেননা **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাজীদেরকে সালামের উপহার পেশ করতে এবং যারা পাথেয়হারা তাদেরকে খাবার দিতে চান।" আমি বললাম: "আমিও তো তাদেরই একজন।" অতএব **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন তাশরিফ নিয়ে এলেন, তখন হাজীদের উদ্দেশ্যে সালাম দিলেন। আমিও মুসাফাহা ও হস্তচুম্বন করার সৌভাগ্য অর্জন করলাম। তিনি মিষ্টান্ন জাতীয় কিছু জিনিস আমার

www.dawateislami.net

হাতে তুলে দিলেন। তা সেই মুহূর্তেই মুখে দিয়ে দিলাম। যখন আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়, আমি তখনও সেগুলো গিলার জন্য মুখ নাড়ছিলাম। সেগুলোর স্বাদ তখনো আমার মুখে অবশিষ্ট ছিলো। আমি যখন বাইরে এলাম, **আল্লাহ পাক** এমন এক ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ করিয়ে দিলেন যিনি আমাকে ভাড়াবিহীন বাহনের ব্যবস্থা করে দিলেন আর এমন একজনের দায়িত্বে আমাকে সমর্পণ করলেন, যিনি মক্কা শরীফ زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا পৌঁছা পর্যন্ত আমার সেবায় নিয়োজিত ছিলেন।" (শাওয়াহিদুল হক, ২৪১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

শোকর এক করম কা ভি আদা হো নেহিঁ সাকতা,
দিল তুম পে ফিদা জানে হাসান তুম পে ফিদা হো। (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১৮) চাইবে যখন বড় কিছু চাও

এক ব্যক্তির বর্ণনা হচ্ছে; আমি তখন মদীনা শরীফে زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا অবস্থান করতাম, আমার ক্ষুধা লাগলে আমি মাযার শরীফে উপস্থিত হতাম এবং আরয করতাম: يَارَسُوْلَ اللّٰه! اَلْجُوْع! অর্থাৎ **"ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি ক্ষুধার্ত!" এরূপ আরয করার পর আমি হুজরা শরীফের নিকটেই বসে রইলাম। একজন সৈয়দ সাহেব আমার কাছে এসে বললেন: "চলো" আমি জানতে চাইলাম: "কোথায়?" উত্তর দিলেন: "আমার ঘরে, যেন আপনি কিছু খাওয়া-দাওয়া করতে পারেন।" আমি তাঁর সাথে চললাম।

www.dawateislami.net

তিনি আমাকে "সরীদ" এর বড় একটি পাত্র দিলেন। যাতে মাংস ও যাইতুন শরীফ অধিক পরিমানে মিশ্রিত ছিলো। আমি পেট ভরে খেলাম, এরপর ফিরে আসতে চাইলে তিনি বললেন: "আরো খান।" আমি আরো কিছু খেলাম। এবার যখন চলে আসাছিলাম, তখন তিনি নসীহতের মাদানী ফুল আমার দিকে বাড়িয়ে বললেন: হে ভাই! একটু ভেবে দেখুন তো! আপনারা কত দূরের দেশ থেকে এখানে আসেন, কতযে বন-জঙ্গল আপনারা অতিক্রম করে, কতযে সাগর পাড়ি দিয়ে, পরিবার-পরিজনদের ত্যাগ করে আসেন। এত কিছুর পরেই তো আপনারা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। কিন্তু এখানে পৌঁছেই আপনাদের সব চেয়ে বেশি আকাঙ্ক্ষা এটিই হয় যে, **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এক টুকরা রুটি দান করুন। হে আমার ভাই! যদি আপনি জান্নাত চাইতেন, গুনাহের মাগফিরাতের আবেদন করতেন, **আল্লাহ পাক** ও **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টির আবেদন করতেন, নতুবা এরূপ মহৎ কোন উদ্দেশ্য ও বাসনা **তাঁর** কাছে পেশ করতেন, তবে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতে সেসব মহৎ উদ্দেশ্য পূর্ণ হতো।"

(শাওয়াহিদুল হক, ২৪০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মাঁগেঙ্গে মাঁগে জায়েঙ্গে মুঁহ্ মাঙ্গী পায়েঙ্গে,
ছরকার মেঁ না 'লা' হে না হাজত 'আগর' কি হে।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একথা সর্বদা স্মরণে রাখবেন! **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট নিজের ক্ষুধার জন্য ফরিয়াদ করাতে نَعُوْذُ بِاللهِ (**আল্লাহ**র পানাহ!) কোন ধরনের সমস্যা অবশ্য নাই, বরং এটিও অনেক বড় সৌভাগ্য এবং এ সম্পর্কে অনেক ওলামা ও মুহাদ্দিসীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বর্ণনা ও ঘটনা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও সৈয়দ সাহেবের মাদানী ফুলও আপন স্থানে যথাযথ। কেননা **আল্লাহ পাকে**র দানের বরকতে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে যখন কিছু চাইবো তখন এত কম কেন চাইবো? তাঁর দরবারে তো দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গলময় অনেক কিছুই চাওয়া উচিত। জান-মালের হেফাজত, দ্বীন ও ঈমানের দৃঢ়তা, প্রিয় মদীনায় নিরাপত্তা সহকারে শাহাদাত, জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন, বিনা হিসাবে ক্ষমা এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে **তাঁরই** দয়াময় প্রতিবেশিত্ব চাওয়া উচিত।

মাঁঙ্গনে কা শুউর দেতে হেঁ, জু ভি মাঁঙ্গো হুযুর দেতে হেঁ।
কম মাঁঙ্গ রাহে হেঁ না সেওয়া মাঁঙ্গ রহে হেঁ,
জেয়সা হে গনী ওয়েসী আতা মাঁঙ্গ রহে হেঁ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১৯) আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه মিনায় মাগফিরাতের দোয়া করালেন

অনুরূপভাবে কোন বুযুর্গ ব্যক্তির প্রতি ভক্তি এবং **আল্লাহ পাকে**র দরবারে তাঁর কবুলিয়তের বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টি হলে তাঁকে দিয়ে কেবল দুনিয়াবী চাহিদা পূরণের দোয়া না করিয়ে বিনা

www.dawateislami.net

হিসাবে ক্ষমার দোয়া করানোই উচিত। আমার আক্বা, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বুযুর্গদের দিয়ে শুধুমাত্র মাগফিরাতের দোয়া করানোর অভ্যাস ছিলো। তিনি বলেন: (প্রথম বার মদীনা শরীফে উপস্থিতকালে মিনা শরীফের মসজিদ থেকে যখন সবাই চলে যান) আমি মসজিদের ভেতরের অংশে এক বুযুর্গ ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। যিনি কিবলামুখি হয়ে ওযীফা পাঠে ব্যস্ত ছিলেন, আমি মসজিদের আঙ্গিনায় দরজার পাশে ছিলাম, তৃতীয় কোন লোক মসজিদে তখন ছিলো না, আমি মসজিদের ভেতর থেকে মৌমাছির গুনগুন শব্দের ন্যায় গুনগুন শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম, তৎক্ষণাৎ আমার মনে এই হাদীসটি স্মরণে এসে গেলো: **"আল্লাহ** ওয়ালাদের কলব থেকে মৌমাছির শব্দের ন্যায় শব্দ বের হয়ে থাকে।" (আল মুস্তাদরাক, ২/১৮০, হাদীস ১৮৯৮)

আমি ওযীফা রেখে তাঁকে দিয়ে মাগফিরাতের দোয়া করানোর জন্য তাঁর নিকট যেতে উদ্ধত হলাম। আমি কখনো কোন বুযুর্গ ব্যক্তির নিকট بِحَمْدِ اللهِ দুনিয়াবী কোন চাহিদা পূরণের জন্য যাইনি। যখনই গেছি এই নিয়্যতেই গেছি যে, তাঁকে দিয়ে মাগফিরাতের দোয়া করিয়ে নিব। মোট কথা, তাঁর দিকে মাত্র দুই কদম অগ্রসর হয়েছি, এমন সময় ঐ বুযুর্গটি আমার দিকে ফিরে আসমানের দিকে দু'হাত উঠিয়ে দিয়ে তিন বার এই দোয়াগুলো করলেন: "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَخِیْ هٰذَا. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَخِیْ هٰذَا. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَخِیْ هٰذَا" **(হে আল্লাহ!** আমার এই ভাইকে ক্ষমা করে দাও। **হে আল্লাহ!** আমার এই ভাইকে ক্ষমা করে দাও। **হে আল্লাহ!** আমার এই ভাইকে ক্ষমা করে দাও।) আমি বুঝে নিলাম যে, তিনি যেন বলছেন: "আমি তোমার

www.dawateislami.net

কাজ করে দিলাম, তুমি আমার কাজে বাধা সৃষ্টি করো না।” আমি সেভাবেই ফিরে এলাম। (মালফূযাতে আ'লা হযরত, ৪৯০ পৃষ্ঠা)

দাওয়া হে সব চে তেরি শাফায়াত পে বেশতর,
দফতর মেঁ আছিয়োঁ কে শাহা, ইন্তেখাব হোঁ।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২০) তুমি যিয়ারত করতে আসোনি বলে, আমিই চলে এলাম

হযরত সায়্যিদুনা আবুল হাসান বুনানুল হাম্মাল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “আমার কতিপয় বন্ধু বলেছে যে, মক্কায়ে মুকাররমায় زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا এক বুযুর্গ ছিলেন, যিনি ‘ইবনে সাবিত’ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি অনবরত ষাট বৎসর যাবৎ শুধুমাত্র **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দরবারে সালাম আরয করার নিয়্যতেই মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا উপস্থিত হতেন। এক বৎসর তিনি কোন কারণে উপস্থিত হতে পারেননি। একদিন তিনি তার হুজরায় বসে বসে সামান্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার নসীব হয়ে গেলো। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করছিলেন: “ইবনে সাবিত! তুমি আমার যিয়ারত করতে আসোনি বলে আমিই চলে এলাম।” (আল হাবী লিল ফতোওয়া, ২/৩১৬)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দেখি জু বে কসি তো উন্হেঁ রহম আ গেয়া,
ঘাবরা কে হো গেয়ে উহ গুনাহগার কি তরফ। (যওকে নাত)

www.dawateislami.net

(২১) আমি তোমার অপারগতা কবুল করলাম

হযরত সায়্যিদুনা আবুল ফজল মুহাম্মদ বিন নুআঈম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন ইয়ালা কেনানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অধিকহারে **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রওযায়ে আকদাসের যিয়ারত করতেন। এমনকি তিনি অধিকাংশ সময় স্বপ্নে **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভেও ধন্য হতেন। তিনি একদা দরবারে নববীতে হাজিরী দেয়ার উদ্দেশ্যে বের হলেন। কিন্তু পায়ে ব্যথা পাওয়ার কারণে মদীনার সফর অব্যাহত রাখতে পারেননি। তিনি একটি চিরকুট লিখে কোন হাজী সাহেবকে দিয়ে বললেন: "মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا পবিত্র রওযার পাশে আমার চিরকুটটি রেখে আরয করবেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সালাম সহকারে কেনানী আপনার দরবারে এই আবেদন পেশ করতে চায় যে, আপনি নিশ্চয় জানেন, কেনানীর হাজিরীতে কোন বিষয়টি বাঁধা হয়ে আছে!" লোকটি তাই করলেন। হযরত সায়্যিদুনা কেনানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর স্বপ্নে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরিফ এনে ইরশাদ করলেন: "হে কেনানী! তোমার চিরকুটটি পৌঁছেছে আর আমি তোমার অপারগতা কবুল করে নিলাম।" **(আর রওজুল ফায়িক, ৩০৬ পৃষ্ঠা)**

পাস ওয়ালে ইয়ে রায কিয়া জানে
দূর চে ভি সালাম হোতা হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(২২) সন্তান কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে গেলো

হযরত সায়্যিদুনা আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ আযফী আন্দালুসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "আন্দালুসে রোমীয়রা এক আশিকে রাসূলের সন্তানকে গ্রেফতার করলো। সেই ব্যক্তি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে ফরিয়াদ করার উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফ زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا রওয়ানা হয়ে গেলেন। পথিমধ্যে কিছু পরিচিত লোকের সাথে সাক্ষাৎ হলো, কথাবার্তার এক পর্যায়ে তারা তাঁকে বললো: "ঘরে বসেও তো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে ফরিয়াদ করা যায়। এজন্য তো হাজিরীর কোন প্রয়োজন নাই।" কিন্তু তিনি মদীনার সফর অব্যাহত রাখলেন, মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا পৌঁছে রিসালতের দরবারে হাজিরীর সৌভাগ্য অর্জন করলেন, সালাম আরয করার পর তিনি তাঁর ফরিয়াদ পেশ করলেন। মহান দয়া হলো! রাতে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে স্বপ্নে দীদার দিলেন আর ইরশাদ করলেন: "তোমার দেশে ফিরে যাও। তোমার উদ্দেশ্য পূরণ করে দেওয়া হয়েছে।" তিনি যখন স্বদেশে পৌঁছলেন, দেখলেন সত্যি সত্যিই তাঁর কলিজার টুকরো ঘরে ফিরে এসেছে। জিজ্ঞাসা করা হলে পুত্র তাঁকে বললো: "অমুক রাতে আমি সহ আরো অনেক বন্দীদেরই রোমীয়দের কারাগার থেকে হঠাৎ মুক্তি লাভ হয়েছে!" আশিকে রাসূলটি হিসাব করে দেখলেন যে, এটি সেই রাতই ছিলো, যেই রাতে স্বপ্নে তিনি এই সুসংবাদটি পেয়েছিলেন।" (শাওয়াহিদুল হক, ২২৫ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

মিটতে হেঁ জাহাঁ ভর কে আ-লাম মদীনে মেঁ
বগড়ে হুয়ে বনতে হেঁ সব কাম মদীনে মেঁ।
আক্বা কি ইনায়ত হে হার গাম মদীনে মেঁ
জাতা নেহিঁ কোয়ী ভি না-কাম মদীনে মেঁ।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪০১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২৩) অদৃশ্যের সংবাদদাতা নবী স্বপ্নে বৃষ্টির সুসংবাদ দিলেন

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ হযরত ইমাম ইবনে আবি শায়বা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর খেলাফত কালে একবার অনাবৃষ্টি হয়েছিলো। এক বুযুর্গ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী রওযায় উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার উম্মতের জন্য বৃষ্টির আবেদন করুন। কেননা লোকজন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।" **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই বুযুর্গটির স্বপ্নে আগমন করে ইরশাদ করলেন: "ওমরের নিকট গিয়ে আমার সালাম বলবে আর তাঁকে জানিয়ে দিবে যে, বৃষ্টি হবে।" (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, ৭/৪৮২, হাদীস ৩৫। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৬৯৫) সেই বুযুর্গ ব্যক্তিটি ছিলেন রাসূলের সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা বিলাল বিন হারিছ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ। (ফতহুল বারী, ৩/৪৩০, হাদীস ১০১০) হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "এই বর্ণনাটি ইমাম ইবনে আবি শায়বা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বিশুদ্ধ সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন। (প্রাগুক্ত)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

বরস্তা নেহিঁ দেখ্ কর আবরে রহমত
বদোঁ পর ভি বরসা দে বরসানে ওয়ালে।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২৪) কূপ থেকে রক্ষা করলেন

হযরত সায়্যিদুনা আহমদ বিন মুহাম্মদ সালাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "একবার আমি যখন সফরের জন্য বের হলাম, তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী রওযায় গিয়ে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম: "**হে দো-জাহানের সর্দার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সফর কালে আমাকে মরুভূমি আর নির্জন পথ পাড়ি দিতে হবে, যদি কোন সংকটের সম্মুখীন হই, আমি **আল্লাহ পাকের** নিকট ফরিয়াদ করবো আর আপনার ওসীলা গ্রহণ করবো।" শায়খাইনে করীমাইন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর ও ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর খেদমতে গিয়েও একইভাবে আরয করলাম। অতঃপর পুরো সপ্তাহ বন জঙ্গল ও নির্জন পথে সফর করলাম। এরই মাঝে আমি একটি কূপে পড়ে গেলাম এবং সেখানে প্রচুর পানি ছিলো। চাশতের সময় থেকে আসরের সময় পর্যন্ত আমি কূপটিতে হাবুডুবু খেতে থাকলাম। মৃত্যু যেন আমার মাথার উপরই ঘুরছিলো। এমন সময় **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও শায়খাইনে করীমাইনের رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا দরবার থেকে বিদায় নেয়ার সময় আমি যা আরয করেছিলাম, তা স্মরণে এসে গেলো, অতঃপর আমি আরয করলাম: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার ফরিয়াদ কবুল করে আমাকে এই সংকটে সাহায্য করুন।" অনুরূপভাবে শায়খাইনে করীমাইন

www.dawateislami.net

رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর নিকটও আবেদন করলাম। দেখতে দেখতেই কেউ যেন আমাকে কূপের তলদেশ থেকে উঠিয়ে দেয়ালের উপর বসিয়ে দিলেন! আর এভাবেই আমি **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাহায্যে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসি।

(শাওয়াহিদুল হক, ২৩১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

ফরিয়াদ উম্মতী জু করে হালে যার মেঁ
মুমকিন নেহিঁ কেহ্ খাইরে বশর কো খবর না হো।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হজ্বের কার্যাবলী শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনার** চারটি অডিও ক্যাসেট সংগ্রহ করে নিন। তাছাড়া ভিডিও সিডি (১) হজ্বের পদ্ধতি (২) ওমরার পদ্ধতি (৩) মদীনার উপস্থিতিও দেখে নিন। তাছাড়া পুস্তিকা **"ইহরাম ও খুশবুদার সাবুন"** পাঠ করুন এবং নিজের বিভ্রান্তি দূর করুন।

www.dawateislami.net

۱۵ ذوالحجۃ الحرام ۱۴۴۰ھ　　　　الٰلّٰہ　　　　طیبہ کو چلو طیبہ!

قافلہ سوئے مدینہ آ رہا ہے ہو کرم

قافلہ سوئے مدینے آ رہا ہے ہو کرم
سوزشِ سینہ عطا ہو یانبی دو چشمِ نم

گنبدِ خضرا کو چومے جس گھڑی میری نظر
اُس گھڑی اللہ! دیکھو جلوۂ شاہِ اُمم

قافلہ اب چل مدینے کا چلا سُوئے حرم
یارسول اللہ! سب پر کیجیے چشمِ کرم

دم لبوں پر آ گیا عطارِ مالے مصطفےٰ!
ہو کرم شاہِ حرم! نکلے ترے جلووں میں دم

قافلے میں چل مدینے جو ہیں جتنے بھی شریک
سب پہ ہو رحمت خدا کی مصطفےٰ کا ہو کرم

شاہِ والا! میں گنہگاروں کا بھی سردار ہوں
تم شہِ ابرار ہو یا سیّدِ عرب و عجم

فضلِ رب سے آپ تو ہر چیز کے مختار ہیں
عرشِ اعظم آپ کا ہے، آپ کے لوح و قلم

یانبی مجھ کو بنا دو تم مدینے کا فقیر
میں نہیں ہرگز نہیں ہوں طالبِ جاہ و حشم

یانبی! ہم کو شفاعت کی عطا خیرات ہو
عاصیوں کا آپ کے ہاتھوں میں ہے آقا بھرم

(یہ کلام ۱۴ ذوالحجہ ۱۴۴۰ھ کو سات اشعار لکھے ... [illegible] ... مزید ... اشعار کا اضافہ ہوا)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রাসুলদের সাথে মাদানী কাফেলায় সাওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৫৪০৩৫৮৯, ০১৮১৩৬৭১৫৭২

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net